

উদাহরণ বিশ্লেষণ (গীত ১)

(১) পাঠ্য থেকে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।

কে?

- কারা “ধন্য” ব্যক্তি?
- কাদের আসর এড়িয়ে চলতে হবে?
- কাদের পথ ঈশ্বর জানেন?
- বিচারে কারা দাঁড়াবে / দাঁড়াবে না?
- কারা ধ্বংস হবে?

কী বা কেমন?

- ধার্মিকরা কী নিয়ে আনন্দ করে?
- ধার্মিক ব্যক্তির কেমন?
- দুষ্ট ব্যক্তির কেমন?

কখন?

- কখন তারা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করে?
- কখন তারা ফল দেয়?

কোথায়?

- নিন্দুকরা সভার জন্য কোথায় যায়?
- ধার্মিকরা কোথায় “রোপিত” হয়?

কীভাবে?

- এই গীত কীভাবে ধার্মিকের পথ বর্ণনা করে?
- এই গীত কীভাবে দুষ্টদের পথ বর্ণনা করে?

কেন?

- কেন ধার্মিক ব্যক্তির ধন্য?
- কেন দুষ্ট ব্যক্তির বিনষ্ট হবে?

(২) মূল শব্দ বা বাক্যাংশগুলি দেখুন।

- মূল বাক্যাংশ – “ধন্য সেই ব্যক্তি...”
- মূল শব্দ – “চলে... দাঁড়ায়... বসে...”

(৩) তুলনা এবং বৈসাদৃশ্য দেখুন।

- “ধন্য” কথাটির বিপরীত হল “সেরকম নয়”
- “দুষ্টদের মন্তব্য” কথাটির বিপরীত হল “সদাপ্রভুর বিধান”
- একটি রোপিত বৃক্ষের বিপরীত হল বাতাসে উড়ে যাওয়া তুষ।

(৪) একটি সহজ রূপরেখায় পাঠ্যটিকে সাজান।

ধন্য সেই ব্যক্তি

যে

দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না
পাপীদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দুকদের আসরে বসে না,

কিন্তু

সদাপ্রভুর বিধানে আমোদ করে,
এবং
তাঁর বিধান দিনরাত ধ্যান করে।

সেই ব্যক্তি

জলস্রোতের তীরে লাগানো গাছের মতো,
যা যথাসময়ে ফল দেয়,
এবং
যার পাতা শুকিয়ে যায় না,
সে যা কিছু করে তাতে উন্নতি লাভ করে।

কিন্তু দুষ্টরা সেরকম নয়!

তারা তুষের মতো
যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাই

বিচারদিনে দুষ্টরা দাঁড়াতে পারবে না,
পাপীরাও ধার্মিকদের সমাবেশে স্থান পাবে না।

[কারণ]

সদাপ্রভু ধার্মিকদের পথে দৃষ্টি রাখেন,
কিন্তু
দুষ্টদের সকল পথ ধ্বংসের দিকে যায়।